R. N. No. 2532/57 Phone No. 'RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭১শ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯১ সাল, ৩রা এপ্রিল, ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা, বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

দুই বিতর্কিত অফিসারের বদলী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থেকে অবশেষে দু'জন বহু বিতর্কিত অফিসারকে বদলীর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদের একজন জঙ্গিপুরের সাব-ডিভিসনাল কন্‌ট্রোলার (ফুড) গৌতম চৌধুরী, অন্যজন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বিডিও নিখিলরঞ্জন মণ্ডল। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁরা এখানে স্বপদে বহাল রয়েছেন। গৌতমবাবুকে বদলী করা হয়েছে হাওড়ায় সাব-ডিভিসনাল কন্‌ট্রোলার হিসেবে। জঙ্গিপুরে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সব গুরুতর অভিযোগের কথা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা নিয়ে সর্ব্বত্র চিটি পড়ে যায়। অন্যদিকে বিডিও নিখিল মণ্ডল বদলী হয়েছেন সাগরদীঘি ব্লকে। সি পি এমের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তোলা হয়। এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিংও সংগঠিত হয়। শ্রীমণ্ডলের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের প্রকাশ্য দহরম-মহরম জঙ্গিপুরে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করে। নিখিলবাবুর পরিবর্তে সাগরদীঘি ব্লকের বিডিও নন্দদুলাল ভকতের রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে আসার কথা। অবশ্য দুই বিডিও-ই উঠেপেড়ে লেগেছেন এই বদলী রুখতে।

গ্রামের প্রধান নালা সংস্কারে অবহেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : সাগরদীঘি বাজারের প্রধান নালা সংস্কারে গ্রাম পঞ্চায়েতের এত অবহেলা কেন—প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগী জনসাধারণ। তাঁদের এই প্রশ্নকে ভাষায় রূপ দিয়ে ইংরেজি অনুবাদে টাইপ করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন সাগরদীঘি যুব কংগ্রেস (ই) লোকাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজয় ভকত। চুরানব্বই জনের স্বাক্ষর সম্বলিত ওই গণ আবেদনে পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হয়েছে, গ্রামের প্রধান নালা—যেটি প্রধান সড়কের সমান্তরালে বাজারের ভেতর দিয়ে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়েছে—তার সংস্কারের দাবি বহু পুরানো এবং দীর্ঘদিনের। আগের বছরগুলিতে পঞ্চায়েতের পায়াভারি সদস্য এবং বিডিওর কাছে বহু আবেদন নিবেদনেও কোন ফল হয়নি। অথচ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ময়লা জমে জমে এই নালা জল নিকাশের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে পরিবেশ হয়েছে দূষিত। এবং এই দূষণ যে কোন সময়ে সংক্রামিত হতে পারে মহামারীতে। বর্ষায় অবস্থা হবে আরো ভয়াবহ। গ্রামের নালা (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্লু ফিল্‌ম প্রদর্শনের দায়ে ভিডিও আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভিডিওতে নোংরা ছবি দেখানোর অপরাধে রঘুনাথগঞ্জের মুসাফির কাফে হাউসের ভিডিওটিকে পুলিশ আটক করেছে। এক অপারেটরকেও এই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জঙ্গিপুরের এস ডি ও ত্রিলোচন সিং এস ডি পিও ও একদল পুলিশ নিয়ে ৩১ মার্চ রাত্রে সরজমিনে হাজির হয়ে নোংরা ছবির প্রদর্শনরত ভিডিওটিকে হাতেনাতে ধরেন। ভিডিও'র সঙ্গে ভারত সরকারের সেনসরে 'নটপাশ' হওয়া ছবির ক্যাসেটও এস ডি ও আটক করেছেন। ওই ভিডিও কাফে হাউসটিতে বেশ কিছুদিন থেকেই ব্লু ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাতেও এ অভিযোগের পূর্ণাংগ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এর পরপরই এস ডি ও'র টনক নড়ে। এবং তক্কে তক্কে থেকে এস ডি ও স্বয়ং কাফে হাউসে হানা দেন। পুলিশ ওই কাফে হাউসের মালিকের বিরুদ্ধে এ নিয়ে একটি মামলা রুজু করেছে।

ওসি'র হুমকীতে আইনজীবীরা ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : ফরাক্কা থানার ওসি সুনীল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জঙ্গিপুরের আইনজীবীরা রাজ্যের বার কাউন্সিল ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে দাবী জানিয়েছেন। চোর ধরার অপরাধে ৪ কিশোরকে হাজতে পুরে ২ দিন ধরে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে ফরাক্কা থানার জনকয় পুলিশ অফিসার। ধৃত চোরটি ছিল থানার 'সোর্স'। কিশোরেরা তা জানত না। ফলে থানার দারোগা বাবুদের রোষদৃষ্টিতে পড়ে তারা। প্রহৃত কিশোরদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এক-জনের একটি পাও ভেঙ্গে দেয় পুলিশ। পরে জঙ্গিপুর আদালতে প্রহৃত কিশোরদের হয়ে আইনজীবী চিত্ত মুখারজি একটি মামলা রুজু করেন ওসির বিরুদ্ধে। অভিযোগ এই মামলার কথা জানতে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এপ্রিল ফুল নয়!

নিজস্ব সংবাদদাতা, অরঙ্গাবাদ : বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান মোঃ মোমেন মিঞাকে সুতী থানার ওসি বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে পয়লা এপ্রিল গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্ট হাজতে আটক রাখে এবং পরদিন তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারের পরে অঞ্চলের লোকজন ঘটনাটিকে নিতান্তই 'এপ্রিল ফুল' বলে ধরে নিয়েছিল ; কারণ বহু অন্যায়ের এই 'নায়কটি' এ যাবৎ 'পুলিশ বন্ধু' বলে চিহ্নিত ছিলেন। ঘটনায় প্রকাশ যে, কাদোয়া গ্রামের সাধারণের বিভিন্ন তহবিল তছনছসহ মসজিদ ফাণ্ডের বাইশ বিঘে জমির ফসল আত্মসাৎ-এর বহু অভিযোগগুলির দীর্ঘদিন হতে ঐ গ্রামের মানুষ বার বার চেষ্টা করেও প্রতিকার পায়নি। কিন্তু গত ১৫ মারচ মসজিদ ফাণ্ডের এক বিরাট অঙ্কের (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯১ সাল।

ক্রিকেটে ভারতীয়ত্ব

ক্রিকেট বিদেশী খেলা। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে এই খেলা আসিয়াছে। পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশেই এই খেলা সীমাবদ্ধ। ক্রিকেট খেলায় নিষ্ঠাপূর্ণ অনুশীলন ছিল বলিয়াই অতীতে বেশ কিছু নামকরা খেলোয়াড় বহির্ভারতে সম্মান পাইয়াছিলেন। বর্তমান কালে ভারত ক্রিকেটে একটি প্রতিষ্ঠিত দল।

ক্রিকেট ধনীর খেলা। যাঁহাদের 'অন্নচিন্তা চমৎকারা নাই, ক্রিকেট লইয়া বিলাস তাঁহাদেরই। খেলার ধীর গতি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক নানা কারণে পূর্বে অনেকেই ক্রিকেটের প্রতি আসক্ত হইতে পারেন নাই। সীমিত একটি গোষ্ঠী ছাড়া এই খেলায় পূর্বে সর্বজনীন আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত না।

কিন্তু আজ জমানা পালটাইয়াছে। ক্রিকেট এখন সর্বস্তরের মানুষের মনকে নাড়া দিতেছে। দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া মুখে রূপার চামচাবানেরা এই খেলায় কত সজাগ, কি সচেতন। বেতার গ্রাহক যন্ত্রটি সামনে রাখিয়া খেলার ধারাবিবরণী শুনিবার কি প্রবল আগ্রহ। ইংরাজী বা হিন্দী যে ভাষাতেই ধারাভাষ্য প্রচারিত হউক, শুনিতে শুনিতে উল্লাস বা নৈরাশ্যের কতই না অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়! আবার সম্প্রতি দূরদর্শন যন্ত্রের সামনে বিপুল জনসমাবেশ ঘটিতেছে। বস্তুত বেতার ও দূরদর্শন আবালবৃদ্ধবণিতাকে ক্রিকেটের ব্যাপারে ক্ষেপাইয়া দিয়াছে, সর্বজাতীয় মানুষকে এক জায়গায় আনিয়াছে। খেলার আঙ্কিক বুঝি না বুঝি, কত রাণ হইল, কজন আউট হইল—মোদ্দা কথাটি সকলেই জানিতে চাহি। ইহাই ক্রিকেটত্ব।

এ কথা খুবই সহ্য যে, ভারত পাঁচদিনের টেষ্টম্যাচ খেলায় তেমন ফল করিতে পারিতেছে না। সত্তি টেষ্ট খেলায় ভারতের কৃতিত্বের অভাব সকলকে যে পরিমাণ হতাশ করিয়াছিল, ১৯৮৩ হইতে অনুষ্ঠিত চারটি প্রধান একদিনের সীমিত ওভারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ততোধিক পরিমাণে। ভারত পর পর বিজয়মাল্য পরিয়াছে। বিশ্বকাপ জয় ভারতের ক্রিকেট পথ-পরিক্রমায় একটি অবিস্মরণীয় 'মাইলস্টোন'। মেলবোর্ণ ও শারজায় অনুষ্ঠিত খেলাগুলিতে ভারতের জয়লাভে গর্বিত ভারতের মানুষ। জয়ের যে আনন্দ, তাহাতে রাজনৈতিক দলমতের কিংবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন প্রাচীর নাই। যেন সর্বত্র এক অখণ্ড ভারতীয়ত্ব ও অটুট সংহতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য : দক্ষিণ মেরুতে সফল গবেষণা শেষে ভারতীয় বিজ্ঞানীদল দেশের পথে পাড়ি দিয়াছেন। তাঁহাদের জন্যও সকলে গর্ব অনুভব করিতেছেন। ভারতের সার্বিক স্বার্থে নিজেদের মধ্যেকার মনকষাকষি দূর করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা অটুট সংহতিতে পর পর যে জয় আনিয়া দিলেন, তাঁহাদের সেই ভারত চেতনা ও সংহতিবোধ আজ আসমুদ্র-হিমাচল ভারতীয়দের মনে সঞ্চারিত হউক, দূর হউক বিচ্ছিন্নতাবাদের এবং স্বার্থবাদের কলঙ্কিত বিষবাষ্প।

রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : গত ২৩ ও ২৪ মার্চ ডাকবাংলা মোড়স্থ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জঙ্গিপুর মহকুমার এস ইউ সি আই কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এই শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম নেতা কমঃ সৌতেশ দাশগুপ্ত। শিক্ষা শিবিরে বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক ও ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তিত রাজনীতি এবং বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এম টি ই ইউ সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সাব-ডিভিসনাল মোটর ট্রান্সপোরট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ২য় সম্মেলন ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হল রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে। সিটু নেতা কমরেড তুষার দে সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য ও ভূমিকা, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ ও শ্রমিক আন্দোলনের স্বপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, অরুণ মুখার্জি প্রমুখ। সম্মেলনে ১৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। আবুল হাসনাত খাঁ সভাপতি, বালক মুখার্জি সম্পাদক এবং রামচন্দ্র দাস কোষাধ্যক্ষ পদে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১২৫ জন পরিবহণ কর্মী এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

ধর্ম্ম, রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জাতীয় সংহতি

বরুণ রায়

পুণ্যভূমি আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষ। বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও আবহমান কাল ধরে ভারতের জীবনধারা অবিকৃত থেকে গিয়েছে। আমাদের মূল্যবোধগুলি অতীত ভারতের অধ্যাত্ম ও ধর্মসাধনা থেকে জীবন রস আহরণ করে ভারতীয় জীবন সাধনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। বহু বিচিত্র এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে মালার মত গেঁথে রেখেছিল যে স্বর্ণসূত্র তা ভারতের হিন্দুধর্ম।

এর উপর প্রথম আঘাত আসে বিদেশী মুসলিম আক্রমণে। হিন্দুধর্মের জীবনবেদ গড়ে উঠেছিল পরধর্ম ও পরমত সহিষ্ণুতার উপর। ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম ছিল বিপরীত ধর্মী। দীর্ঘদিনের ইংরাজ শাসন আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে, আমাদেরকে স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতিচ্যুত একটি নীতিহীন, আদর্শভ্রষ্ট, বিবেকহীন, ভোগলিপ্সু জাতি হিসাবে ফেলে রেখে যায়। তাই আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে একদিকে রাজনীতি ব্যবসায়ীদের ন্যায়নীতি বিবর্জিত আত্মস্বার্থ ও পার্টি স্বার্থরক্ষার উন্মাদ প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী, সরকারী আমলা, পুলিশ ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিবেকহীন আচরণ। মার্কিনী অপসংস্কৃতির পঙ্কিল জল ভারতের জনজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট। পচন আজ সমাজদেহে সর্বত্র। মদ, জুয়া, কালোবাজার, যৌনসাহিত্য, অপরাধ সাহিত্য, ফ্যাসন পত্রিকা, মার্কিনী ধাঁচের পশু প্রবৃত্তি উদ্দীপক হিন্দী সিনেমা, ব্লু ফিল্ম—আমাদের যুব সমাজ এই নোংরা জলের আবর্তে ভেসে চলেছে। আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী চিন্তা ভাবনা। ভারতীয় জীবনবেদ যে মূল্যবোধগুলির উপর গড়ে উঠেছিল তা আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

আজকের রাজনীতি ব্যবসায়ীদের দিয়ে ভবিষ্যত ভারতের শক্তিশালী জাতি গঠন সম্ভব নয়। এদেরকে দিয়ে জাতীয় সংহতি ও রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কথা বলা বাতুলের প্রলাপোক্তি। কেননা আজকের রাজনীতি মুখে বড় বড় কথা বলে আত্মপ্রবঞ্চনার রাজনীতি। দেশ ও জাতির চেয়ে যেখানে পার্টি বড় এবং রাজনীতি মানে যেখানে নিজের আখের গোছানো বা পার্টি এবং পার্টির পেটোয়া লোকদের পাইয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা সেখানে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জাতীয় সংহতির যাবতীয় কথাই শুধু স্তোকবাক্য।

তবে কি ভারতবর্ষের মানুষ রাষ্ট্রিয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে না? আমরা কি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা সমদৃষ্টিতে দেখে করা হয়নি। ফলে কোন এলাকায় শিল্পের প্রসার ঘটেছে, কৃষির উন্নতি হয়েছে, যানবাহনের ও বাসস্থানের মোটামুটি সুব্যবস্থা হয়েছে। আবার কোন কোন এলাকা এখনও হতদরিদ্র অবস্থায় পড়ে আছে। কোথাও বা ক্রমশঃ শিল্পবাণিজ্যের অবনতি ঘটছে। দিল্লীর সম্রাটদের এই সুয়োরাণী-দুয়োরাণী আচরণের জন্য বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মনে বক্ষোভ দানা বাঁধছে। সেই বিক্ষোভ থেকেই বিচ্ছিন্নতার প্রয়াস। বিচ্ছিন্নতার এই মনোভাবকে নাশ করতে হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্প, বাণিজ্য কৃষি, সেচ বিদ্যুত, যানবাহন, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে একটা সমতা আনা, দরকার।

ভারতবর্ষের মোটামুটি সব এলাকাতেই ঘোরার এবং সেখানকার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যে জিনিষটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে—আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকার মানুষ নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন প্রণালীর জানালাহীন ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছে। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের ভাষা, সাহিত্য, জীবনযাপন প্রণালী রীতিনীতির কতটুকু খবর আমরা রাখি? অথচ মুখে আমরা মিলিত অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বলছি। জাতীয় সংহতির প্রথম সর্ত্তই হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ও বোঝাপাড়া। পরস্পরকে না জানলে, না বুঝলে কিভাবে আমরা ঐক্যবোধ্য গড়ে তুলব? বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনও জাতীয় ঐক্য সাধনে Cementing factor হতে পারে।

ভারতবর্ষের মাটিতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় পদ্ধতিতে কোন সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব এনে ঐক্যবদ্ধ মহত্তর কোন জাতীয় জীবনের পটভূমি গড়ে তোলা (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন

ফরাক্কা : বিগত ১১ বৎসরের মত এ বৎসরও বরিশাল সেবা সমিতি, ফরাক্কা শাখার পরিচালনায় গত ২৩ মার্চ বিনা ব্যয়ে ৬৫ জন রোগীর চক্ষু অপারেশন করা হয়। চক্ষু অপারেশন করেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়। অপারেশনের পূর্বে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণদুলাল ঘোষ দস্তিদার বর্তমান যুব-সমাজকে এই সমস্ত জনহিতকর কাজে এগিয়ে আসার জন্য জোরালো আবেদন রাখেন।

কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সম্প্রতি মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে এক কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। ব্লকের অন্যতম কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বিমলকুমার সরকার আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষ্যে ২৫ জন যুবক কৃষককে কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনদিন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মহকুমা জেলা ও ব্লক স্তরের কৃষিবিদগণ প্রশিক্ষণ দেন।

ধর্ম রাষ্ট্রীয় চেতনা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবের কল্পনাবিলাস। ভবিষ্যৎ ভারত গঠনে জাতিকে রাষ্ট্রীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে, বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মনে ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে হলে আমাদেরকে প্রাচীন ভারতের সাধনালব্ধ জীবনবেদের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। বহুযুগসঞ্চিত মানবিক মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরতে হবে। আর ধর্মই হবে আমাদের বহু বিচ্ছিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মালাকে গেঁথে রাখার স্বর্ণসূত্র।

কিন্তু সে কোন ধর্ম? আজকের আচারসর্বস্ব প্রচারধর্মী ধর্মব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত ধর্মের গলিত শব নয়। আমাদের বেদান্ত বলেছে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধানই ধর্ম। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা আত্মোপলব্ধির আলোকে যে চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন, আজকের দিনের পরিবেশে তাকে নূতন করে আমাদের জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ত্যাগের সাধনা, বীর্যের সাধনা আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক। ধর্মহীন, নীতি-হীন নৈরাজ্য নয়। ভারতবর্ষের পূর্ণ-ভূমিতে দাঁড়িয়ে বহুসহস্র বছরের ঐতিহ্য ধর্মচেতনা ও প্রজ্ঞার আলোকিত পথে নতুন জাতিগঠনের সাধনায় আমাদের আত্মনিবেদন করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে আমার স্বামী শ্রীপ্রতিভা-রঞ্জন চক্রবর্তীর বেশ কিছুকাল হইতে সাধারণ জ্ঞানশক্তি ও শ্রবণশক্তি লোপ পাইয়াছে।

কান্দী থানা অধীন পোকর্ণ নিবাসী মৃত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী সর্বমঙ্গলাদেবী তাঁহার দিদি হইতে-ছেন। তিনি আমার উক্ত ক্ষিপ্তমনা স্বামীকে কিছুদিন হইল তথায় কৌশলে লইয়া গিয়া তাহার নামীয় সম্পত্তি লিখিয়া লইবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। যেহেতু তাঁহার সুস্থ মনে স্বজ্ঞানে কোনপ্রকার দলিল করিবার ক্ষমতা নাই সেইহেতু স্ত্রীস্বরূপে জানাই-তেছি যে তাঁহার নিকট হইতে কেহ উক্ত ভাবে কোন প্রকার হস্তান্তরিত দলিলগুলি করিয়া লইলেও তাহা বেআইনী হইবে ও কার্যকরী হইবে না বা তাহা দ্বারা কেহ কোন সম্পত্তিতে অধিকারী আইনতঃ হইবেন না।

ইতি আরতিরাণী চক্রবর্তী
স্বামী শ্রীপ্রতিভারঞ্জন চক্রবর্তী
পোঃ চামুগ্রাম, মুর্শিদাবাদ
২-৪-৮৫

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
যত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র
সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে
সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পৌরপতি ঘেরাও

ধুলিয়ান : গত ২৬ মার্চ ফরওয়ার্ড ব্লকের টি ইউ সি সি-র বিকসা ইউ-নিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রায় তিনশত রিকসা প্যাডলার রাস্তা সংস্কার ও রিকসা ষ্ট্যাণ্ডের দাবীতে ধুলিয়ান পৌরসভায় সভা চলাকালীন অবস্থায় পৌরপতি ও কমিশনারদের ঘেরাও করেন। প্রকাশ, রিকসা প্যাড-লারেরা এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে আবেদন নিবেদন করে বার বার ব্যর্থ হওয়ায় এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। রাত্রি ন'টা পর্যন্ত ঘেরাও থাকার পর বোর্ড অফ কমিশনারস ব্লক-মেডিকেলের সম্মুখস্থ স্থানটিকে রিকসা ষ্ট্যাণ্ডের স্বীকৃতি দিয়ে ঘেরাও মুক্ত হন। এই ঘেরাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমিশনার তরুণ সেন ও টি ইউ সি সি নেতা ইউসুফ হোসেন।

স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

বহরমপুর : গত ১২ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিমোহনী গ্রামে সবুজ সংঘের সদস্যদের সহযোগিতায় হিন্দুস্থান সার সংস্কৃতি সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিভাগের কৃষি ও তথ্য সেবাকেন্দ্রে সিনিয়ার এগ্রোনমিষ্ট সনৎকুমার সেনগুপ্তের পরিচালনায় একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবী যুবকসহ কৃষিবিদ নীহারকুমার মিস্ত্রী ও সহকারী কৃষি-বিদ শম্ভুনাথ সাঁতুড়ী রক্তদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বহরমপুর ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ শিবেন রায়।

খাল বিক্রয়

আকেজি ময়দান সংলগ্ন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পশ্চিমে পুষ্করিণী নির্মাণ উপযোগী প্রায় ৪০ শতক খাল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। বিদ্যালয়ের সম্পাদক অথবা প্রধান শিক্ষকের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

Abridged tender notice no. 12 of 1984-85 in respect of Ganga Anti Erosion Division P.O. Raghunathganj Msd.

Sealed tender are invited in WBF. No. 2911 (ii) from enlisted Class I contractors of I & W. Deptt. and bonafide outside contractors by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P.O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad for the undermentioned works.

The name of works, estimated costs and earnest money are :

1. Repairs and Restoration to the structures at Maheshpur area under Dhulian reach, Group No. I
Rs. 6,29,936/- Rs. 12,599/-

2. -Do- -Do- Group No. II.
Rs. 7,88,901/- Rs. 14,778/-

Details regarding time allowed, tender-documents and other particulars may be had from the above office upto 4.00 - P.M. in any working day.

Last date of application for purchasing tender form is 18.4.85 upto 1.00 P.M.

Last date for receipt of tender is 24.4.85 upto 3.00 P. M.

Sd/ P. K. Ghosh
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division

নালা সংস্কারে অবহেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর) সাধারণতঃ বর্ষার আগে সংস্কার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নালাটি দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কারের অভাবে মজে গিয়েছে। তাই এর সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজন পরিবেশের স্বার্থে জনস্বার্থে। আবেদনের অনুলিপি পাঠানো হয়েছে সাগরদীঘির স্যানিটারি ইনসপেক্টর, বিডিও, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে। এখন পর্যন্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে সাগরদীঘির বিডিও এবং রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর একান্ত সচিব সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রামের প্রধান নালাটি সংস্কারের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও একমাস কেটে গিয়েছে—কোন কাজ হয়নি দেখে অজয় ভকত আবার পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে রিমাইণ্ডার দিয়ে নালা সংস্কারের কাজটি অন্ততঃ পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি হয় তারজন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি জনমানসে ক্ষোভের কথাও মন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

ওসি'র হুমকীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পেয়ে সংশ্লিষ্ট ওসি চিত্তবাবুকে রাজমহল থানার একাধিক ডাকাতি কেসে জড়িয়ে দেবার হুমকী দিয়েছেন। রাজমহলের ওসি নাকি সুনীলবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। আইনজীবীরা ৪ এপ্রিল এক জরুরী সভায় এই হুমকীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট ওসি'র বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন। প্রয়োজনে ওই দারোগার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনেও নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এপ্রিল ফুল নয়!

(১ম পৃষ্ঠার পর) টাকার হিসেব চাইতে গেলে ঐ গ্রামের মুসলিমের এক বড় অংশের সঙ্গে 'মিঞা সাহেবের' সংঘর্ষ হয়। থানাতে ঐ মর্মে অভিযোগ আসে। মোমিন মিঞা ক্ষিপ্ত হয়ে দুষ্কৃতিকারীদের উসকে দেয়, মাঠের ফসল লুঠ হতে থাকে, চরম ক্ষয় ক্ষতি হয়। স্থানীয় পুলিশ বীট হাউসকে কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যায়। গ্রামবাসীরা একযোগে থানার দ্বারস্থ হয়। এর আগে মসজিদের তহবিলকে কেন্দ্র করে মসজিদে 'জোড়াতালা' ঝোলার এবং বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের আটচল্লিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ-এর দায়ে অভিযুক্ত মোমিন মিঞার বহু কীর্তি জঙ্গিপুর সংবাদের বিভিন্ন সংখ্যাতে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্যবহার করুন
সি. আর. দাশের
রাঙাজবা
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাত্তিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

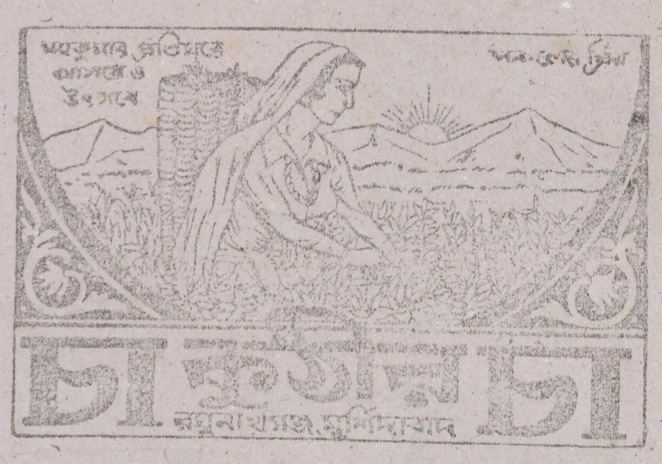

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা । নিউ দিল্লী

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

CHITRASREE
STUDIO & COLOUR LAB.
RAGHUNATHGANJ, MURSHIDABAD, W.B.

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয়
এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
নিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।